মন্তব্য ঃ 'চাঁদ-বদন' কথাটিতে সমাস রূপককর্ম্মধারয় নয়; রূপক-কর্ম্মধারয় সমাসে উপমানটি সব সময়েই উত্তরপদ (the last member of the compound) ঃ দুঃখাগ্নি, কথামৃত, বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি। এখানে উপমান 'চাঁদ' পূর্ব্বপদ (first member of the compound)। সুতরাং অলঙ্কার এখানে সাধারণ ধর্ম্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ-লোপের উপমা। এটিকে রূপকের উদাহরণ মনে করার কোনো কারণ নাই।

(iii) "নীরবিলা **শশিমুখী**।"—মধুসূদন।

(iv) "মেঘ হানে **জুঁইফুলী** বৃষ্টি ও অঙ্গে।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

—জুঁইফুলী=জুঁইফুলের-মতন শুভ্রসুন্দর।

(v) "স্রগ্ধরা কি মালিনীতে **বিম্বাধরের** স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি ছোটো-খাটো পুঁথি।"—রবীন্দ্রনাথ।

—বিম্বাধর=বিম্বের অর্থাৎ (পাকা) তেলাকুচো ফলের মতন লাল নরম রসাল অধর। স্রগ্ধরা, মালিনী দুটি সংস্কৃত ছন্দের নাম।

(ঈ)। **সাধারণ ধর্ম্ম** এবং **উপমান লুপ্ত ঃ**

(i) 'আকাশে ধরণীতে, স্বপনসরণিতে, **সাকি,**
তোমার সদৃশারে বৃথাই বারে বারে খুঁজিয়া ফিরে মোর আঁখি।'
—শ. চ.

—উপমেয় 'সাকী', তুলনাবাচক শব্দ 'সদৃশ'; উপমেয়ের রূপগুণগত যে ধর্ম্ম তা অন্যত্র মিলছে না ব'লে উপমান স্বভাবতঃই লুপ্ত এবং উপমান না থাকায় উপমেয়ের ধর্ম্ম কারুর সঙ্গে **সাধারণ** (attribute common to both) হ'তে পারল না ব'লে লুপ্ত।

মন্তব্য ঃ এখানে অনন্বয়, ব্যতিরেক বা প্রতীপ অলঙ্কার বলা যায় না; কারণ এ তিনটিতেই উপমান উপমেয় দুইই উল্লিখিত থাকে। অনন্বয়ে যে উপমেয়, সে-ই উপমান ব'লে উপমেয় যে স্বয়ংপূর্ণ এইটেই স্তোতিত হয়। আমাদের 'আকাশে ধরণীতে.....' উদাহরণেও ওই স্তোতনা। তবু দুটি এক নয়; কারণ, অনন্বয়ে উপমান থাকে, এখানে থাকে না। ব্যতিরেকে উপমানকে এনে উপমেয়ের চেয়ে তাকে নিকৃষ্ট ব'লে প্রতিপন্ন করা হয় এবং প্রতীপে উপমানকে আমন্ত্রণ করা হয় প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে (যথাস্থানে এদের বিশদ পরিচয় দ্রষ্টব্য)।

(ঊ)। **উপমান এবং তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ**

(i) "দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো **হরিণ-চোখ**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(ঊ)। **উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম** এবং **তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ**

(i) **"তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী**
দেখিনু আঙিনামাঝে।"—চণ্ডীদাস।

—এই উদাহরণটি বিচিত্র এবং চমৎকার। এতে উপমান নাই, সাধারণ ধর্ম্ম নাই, তুলনাবাচক শব্দ নাই ; **আছে শুধু উপমেয় ঃ** 'তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী' অর্থাৎ রাধা। তড়িত-বরণী=তড়িতের বরণের মতো (শুভ্র) বরণ **যার** এবং হরিণ-নয়নী=হরিণের নয়নের মতো (চঞ্চল) নয়ন **যার**। দুটিতেই বহুব্রীহি সমাস। সমাস ভেঙে অর্থাৎ ব্যাসবাক্যে উপমার পূর্ণরূপটি পাওয়া গেল। সমাসে উপমেয়টি ছাড়া আর সবই লুপ্ত হ'য়ে আছে।

মন্তব্য ঃ বহুব্রীহি সমাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে সমস্ত (compound) পদটির অর্থ তার পূর্ব্বপদ এবং উত্তরপদকে অতিক্রম ক'রে এদের বাইরে অন্য একটি পদকে আশ্রয় করে। এই কারণে বলা হয় "অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ।" 'পীত অম্বর যার' এই ব্যাসবাক্যের বহুব্রীহি সমাস 'পীতাম্বর' কথাটার অর্থ পীতও নয় অম্বরও নয়, শ্রীকৃষ্ণ। **'পীতাম্বর' দুই পদের বহুব্রীহি** ; পূর্ব্বপদ 'পীত' এবং উত্তরপদ 'অম্বর'। আমাদের **'তড়িত-বরণী', 'হরিণ-নয়নী' তিন পদের উপমাগর্ভ বহুব্রীহি।** হরিণ-নয়নী=**হরিণ-নয়নের মতো নয়ন যার** (সেই শ্রীরাধা)। **'হরিণ-নয়ন' উপমান পূর্ব্বপদ ;** 'মতো'-র পরবর্ত্তী **'নয়ন' উপমেয় উত্তরপদ**। কিন্তু 'হরিণ-নয়ন' দুই পদের ষষ্ঠীতৎপুরুষ ; ব্যাসবাক্য 'হরিণের নয়ন'—'হরিণের' পূর্ব্বপদ, 'নয়ন' উত্তরপদ। দেখা যাচ্ছে যে উপমান পূর্ব্বপদে একটি পূর্ব্বপদ এবং একটি উত্তরপদ রয়েছে। নয়নের সঙ্গে নয়নের উপমা হয় না, কারণ এরা **সজাতীয়** ; কিন্তু হরিণ-নয়ন এবং হরিণেতর অন্য নয়ন **বিজাতীয়** ব'লে এদের উপমায় বাধা নাই। আমাদের বহুব্রীহিব্যাসবাক্যে উপমান পূর্ব্বপদ 'হরিণ-নয়ন' যখন পূর্ব্বপদ 'হরিণের' এবং উত্তরপদ 'নয়ন' নিয়ে গঠিত, তখন বলতে হবে এই **'নয়ন' উপমান পূর্ব্বপদেরই উত্তরপদ। এই উত্তরপদ 'নয়ন'-টিই উপমান পূর্ব্বপদ 'হরিণ-নয়ন'-এর মুখ্য অংশ ; কারণ তৎপুরুষসমাসমাত্রই উত্তরপদপ্রধান** ; প্রকারান্তরে, এই 'নয়ন'-ই উপমান। পাণিনি-ব্যাকরণের

কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিক সূত্রে উপমাগর্ভ বহুব্রীহিতে এই উপমান পূর্ব্বপদেরই উত্তরপদলোপের কথা বলা হয়েছে ("উপমান-পূর্ব্বপদস্য চোত্তরপদলোপো বক্তব্যঃ")। এই উত্তরপদলোপই প্রকৃতপক্ষে **উপমান-লোপ**। এইবার দেখা যাক 'হরিণ-নয়নী'-তে কি ঘটল।

হরিণ-নয়ন (-এর মতো) নয়ন যার=হরিণ-নয়ন; যার=রাধার, অতএব হরিণ-নয়ন+স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়=হরিণ-নয়নী। এইবার পদগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে পূরে লোপ দেখিয়ে দিই: **হরিণ**-(নয়ন ১) (-এর মতো ২) **নয়ন** (+স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ', যেহেতু 'নয়ন' রাধার) যার=হরিণ-নয়নী। আপন চোখ উড়িয়ে দিয়ে ওই চোখের **স্বভাবটুকুর** ব্যঞ্জনা নিয়ে **'হরিণ'** যুক্ত হ'ল রাধার **'নয়ন'**-এ। **স্বভাবটুকু** হ'ল **চঞ্চলতা**। এই চঞ্চলতাই উপমান উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। তাহ'লে, **লুপ্ত** হল **উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম, তুলনাবাচক শব্দ**; **রইল শুধু উপমেয়**—এ উপমেয় রাধার **নয়ন** নয়, স্বয়ং নয়নের অধিকারিণী রাধা ("অন্যপদার্থ-প্রধানো বহুব্রীহিঃ")। রবীন্দ্রনাথের "কালো মেয়ের কালো **হরিণ-চোখ**" (আগে উদ্ধৃত করেছি) চরণটিতে 'হরিণ-চোখ' =হরিণ-চোখের মতো চোখ=হরিণ-(চোখের ৩) (মতো ৪) চোখ (সমাস উপমাগর্ভ কর্ম্মধারয়): উপমান লুপ্ত, তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত। রয়েছে 'হরিণ' বিশেষণের বিশেষ্য (কালো মেয়ের) চোখ উপমেয়, 'কালো' (দ্বিতীয়টি) সাধারণ ধর্ম্ম। মাঝখানকার উত্তরপদের লোপ অন্যভাবের ত্রিপদ বহুব্রীহিতেও হয়। প্রপতিত পর্ণ যার সে প্রপর্ণ (বৃক্ষ): আসল উত্তরপদ 'পর্ণ' অক্ষুণ্ণ রয়েছে, লোপ পেয়েছে 'প্র-পতিত'-র পত্ ধাতুজ 'পতিত' উত্তরপদটি ("প্রাদিভ্যঃ ধাতুজস্য···উত্তরপদলোপঃ"—কাত্যায়ন)।

এইভাবের আর একটি উদাহরণ—

(ii) "নীরবিলা **বীণাবাণী**।"—মধুসূদন।

'বীণাবাণী' প্রমীলা। বীণার বাণীর মতো বাণী যার।

১। (গ) মালোপমা

উপমেয় যেখানে মাত্র একটি এবং তার উপমান অনেক, সেইখানে হয় **মালোপমা**।

এ যেন উপমেয়ের গলায় উপমানের মালা।

(i) "মেহগনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ;

সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন
যুথী অনাঘ্রাতা।"—রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় 'গ্রন্থ' ; উপমান 'মধু' আর 'যুথী'।

(ii) "প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং একরাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হ'য়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হ'য়ে ওঠে।"
—তারাশঙ্কর।

তার=কামধেনুর। উপমেয় 'স্তনভাণ্ড' ; উপমান 'প্রবাল', 'পদ্মফুল'।

(iii) "কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্যের রাণী,
মূর্ত্তিমাঝে উর বীণাপাণি।" —যতীন্দ্রমোহন।

—উপমেয় 'বীণাপাণি' ; উপমান 'কুন্দ', 'ইন্দু', 'তুষার', 'শঙ্খ'।

(iv) মলিনবদনা দেবী, হায় রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে···সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।"—মধুসূদন।

(v) 'দৃষ্টি তব শরসম বিঁধিছে আমার
মর্ম্মখানি, দহিতেছে মোরে অনিবার
বহ্নির শিখার মতো, হলাহলসম
মূরছি তুলিছে নিত্য তনুমন মম!'—শ. চ.

(vi) "উদয়-শিখরে সূর্য্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়নসম।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "কমনীয় কণ্ঠ হ'তে সদ্য-উৎসারিত উৎসসম
গুঞ্জরিছে প্রভাতের প্রথম সঙ্গীত
মুঞ্জরিত মাধবীর আদিতম মঞ্জরীর মতন মধুর।"—শ্যামাপদ।
—উপমেয় 'সঙ্গীত' ; উপমান 'উৎস', 'মঞ্জরী'।

(viii) "সন্দীপ মন জাগাতে পারলো না এই মেয়ের? এ কি প্রবালের মতো কঠিন, জ্যোৎস্নার রেখার মতো শূন্য?"—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

১ (ঘ)। বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা

বস্তুপ্রতিবস্তুর বিশদ ব্যাখ্যা করেছি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের ভূমিকায়। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। **একই সাধারণ ধর্ম্ম যদি উপমেয় আর**

উপমানে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহ'লে সাধারণতি হ'য়ে যাবে **ভিন্ন ভাষারূপদুটিকে বলা হয় বস্তু প্রতিবস্তু। এইভাবের উপমায় তুলনাবাচক শব্দ ভাষায় প্রকাশ করতেই হবে।**

(i) "নিশাকালে যথা
মুদিত কমলদলে থাকে **গুপ্তভাবে**
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত।" —মধুসূদন।

—উপমেয় 'প্রেম', উপমান 'সৌরভ', সাধারণ ধর্ম্ম 'অন্তরিত'-'গুপ্তভাবে' বস্তুপ্রতিবস্তু। 'অন্তরিত' 'গুপ্তভাবে' ভাষায় বিভিন্ন, কিন্তু অর্থে এক —গোপনে। তুলনাবাচক শব্দ 'যথা'।

(ii) "তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, **বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,**
তেমনি **হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া**
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পর মোরে
নিয়ে যাও।" —রবীন্দ্রনাথ।

—তুলনাবাচক শব্দ 'যেমন' 'তেমনি'। উপমেয় 'মোরে' ('ইলা'র উক্তি বিক্রমদেবের প্রতি—'রাজা ও রানী'), উপমান 'হরিণী'। বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম স্থূলাক্ষর অংশদুটি।

(iii) "সবল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে **শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে**
চক্ষের নিমেষে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় 'দেহ', উপমান 'অগ্নি'; বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম স্থূলাক্ষর অংশদুটি। তুলনাবাচক শব্দ 'যথা'।

(iv) "**একটি** চুম্বন
ললাটে রখিয়া যাও, **একান্ত নির্জ্জন**
সন্ধ্যার তারার মতো।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "দারুণ নখের ঘা হিয়াতে **বিরাজে**।
রক্তোৎপল **ভাসে** হেন নীল সরোমাঝে।" —চণ্ডীদাস

"রকত-উৎপল ফুলে যৈছে ভ্রমর **বুলে**
ঐছে **ফিরয়ে** দুই আঁখি।" —চণ্ডীদাস।

(vii) "তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, **সর্ব্বদেহমন**
পূর্ণ করি; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্তসুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি।" —রবীন্দ্রনাথ।

১। (ঙ) বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা

উপমেয়ের ধর্ম্ম এবং উপমানের ধর্ম্ম যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, অথচ তাদের মধ্যে যদি একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বোঝা যায়, তাহ'লে ওই ধর্ম্মদুটিকে বলা হয় **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম**।

বিশদ আলোচনা 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমায় **তুলনাবাচক শব্দ থাকতেই হবে**।

(i) "কানুর পিরীতি **বলিতে বলিতে**
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥"—চণ্ডীদাস।

—উপমেয় 'কানুর পিরীতি', উপমান 'শঙ্খবণিকের করাত'। উপমেয়ের ধর্ম্ম 'বলিতে…উঠে' এবং উপমানের ধর্ম্ম 'আসিতে…কাটে'—বিভিন্ন। 'সকল অবস্থাতেই দুঃখময়' এই তাৎপর্য্যে ধর্ম্মদুটির সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে ব'লে এরা বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম।

(ii) "দিনের শেষে শেষ আলোটি **পড়েছে ওই পারে**
জলের কিনারায়,
পথে চল্‌তে বধূ যেমন **নয়ন রাঙা ক'রে**
বাপের ঘরে চায়॥" —রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় 'শেষ আলোটি', উপমান 'বধূ'। স্থূলাক্ষর অংশদুটি দুই পক্ষের ধর্ম্ম—বিভিন্ন। প্রত্যাসন্ন আত্মীয়বিচ্ছেদের বেদনা দুটিকে পরস্পরের সদৃশ ক'রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্মে পরিণত করেছে। 'শেষ আলোটি'-র

রক্তিম আভা এই সঙ্গে স্মরণীয়; বধূর 'নয়ন রাঙা' করার গতি হ'য়ে যাবে সহজেই। সুন্দর এই উদাহরণটি।

(iii) তুঁহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনী না সহে পরাণে॥" —জ্ঞানদাস।

[তুঁহারি=তোমার; পরথাপলুঁ=প্রস্তাব (বর্ণনা) করলাম; আন=অন্য (বিপরীত); যৈছন=যেমন; তুহিন=হিমকিরণ; রজনীকর=চাঁদ।]

কৃষ্ণের প্রতি রাধাসম্পর্কে দূতীর উক্তি।

(iv) "ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আপনার দুর্নিবার গতি-বেগে গড়ে যথা গ্রহে—
তেমনি বেদনা-সিন্ধু অক্লান্ত মন্থনে যেন উদ্‌গারিয়া তোলে শুধু মণি।"
—বুদ্ধদেব।

—'বেদনা-সিন্ধু'-তে রূপক অলঙ্কার; তবু এই সমস্ত (compounded) পদটি আবার উপমেয়, উপমান 'নীহারিকা'।

(v) "বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"—মধুসূদন।

(vi) "আগুনে যেমন সব বিষ যায়,
প্রেমেও তেমনি সকলি শুচি।"—মোহিতলাল।

তুলনাবাচক কয়েকটি বিশেষ শব্দ

(i) "কানুর পিরীতি চন্দনের **রীতি** ঘষিতে সৌরভময়।"—চণ্ডীদাস।
(রীতি=মতো)

(ii) "জলদ**প্রতিম** স্বনে কহিলা সৌমিত্রি।"—মধুসূদন।
(মেঘের মতো গর্জ্জনে)

(iii) "বারিদ, ভূধর, দেশ ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী- **আকারে**।"—হেমচন্দ্র।
(আকারে=মতো)

(iv) "ওই বঙ্গভূমি, বৎস, হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-**আকারে** হের শোভে শিরোদেশে

(v) "ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারা**কারা** রূপমনে :

তারাকারা=তারকার মতো। প্রথম 'তারা' বালির পত্নী, সুগ্রীবের ভ্রাতৃবধূ।

(vi) "বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের **ন্যায়**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "**সূর্য্যসমান** হও গো উদয়, পোহায় না যে রাতি।"—করুণানিধান।

(viii) "বিদ্যুৎ-**আকৃতি**
পলাইল মায়ামৃগ।" —মধুসূদন।

(ix) "রহি কত দূরে দেখে নদীপারে
গোকুলপুরীর **ছন্দ**।" —মাধবীদাস।
(ছন্দ=মতো)

১। (চ) স্মরণোপমা (স্মরণ)

কোনো পদার্থের অনুভব থেকে যদি তৎসদৃশ অপর বস্তুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, তবেই **স্মরণোপমা** অলঙ্কার হয় ("সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে" —সাহিত্যদর্পণ)।

(i) "কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥"—চণ্ডীদাস।

—জল, কেশ, অঞ্জন দেখে কালাকে (কৃষ্ণকে) রাধার মনে পড়ে—বর্ণসাদৃশ্যে। স্মরণ উপমা এই কারণে যে এখানে উপমেয় 'কালা', উপমান 'জল কেশ অঞ্জন' এবং সাধারণ ধর্ম্ম 'কাল'।

স্মৃতির উদ্দীপক এবং স্মৃত বস্তুদুটিকে বিজাতীয় হ'তে হবে। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারগুলির এই বিশেষ লক্ষণটি সব সময় মনে রাখা উচিত। আর মনে রাখা উচিত যে বৈচিত্রীময় চমৎকারসৃষ্টিই সকল অলঙ্কারের একমাত্র লক্ষ্য।

'মনে পড়ে', 'স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে' ইত্যাদির উল্লেখেও যেমন 'স্মরণোপমা' হয়, তেমনি অনুল্লেখেও হয় যদি স্মৃতিটি হয় ব্যঞ্জনালভ্য। পরে উদাহরণ-ব্যাখ্যায় একথা বোঝা যাবে।

সাদৃশ্য না থেকে যদি শুধু স্মৃতির পরিবেশটাই (association) সর্ব্বস্ব হ'য়ে ... ন 'মনে পড়ে' ইত্যাদি সত্ত্বেও সেখানে 'স্মরণোপমা' হবে না।

—উপমেয় 'শেষ ই.:

ধর্ম্ম—বিভিন্ন। প্রত্যাসন্ন অর তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
ত্র বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।